# “এই মুহূর্তে সবকিছুই অনিশ্চিত মনে হচ্ছে”: বাংলাদেশে কোভিড-১৯ মহামারী চলাকালীন সময় প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অভিজ্ঞতা।

**Jackie Shaw, Fatema Akter, Brigitte Rohwerder, Mary Wickenden and Stephen Thompson[1]**

**May 2021**

## সারসংক্ষেপ

কোভিড-১৯ এর কারণে আগে থেকে বিদ্যমান বৈষম্য আরও গভীরতর হচ্ছে। ইদানিংকালের গবেষণা থেকে দেখা যায় যে, সারা বিশে^ই প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার বিভিন্নভাবে খর্ব হয়েছে এবং কেভিড-১৯ এর প্রভাবে তারা স্বাস্থ্যগত, অর্থনৈতিক ও সামাজিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

এই গবেষণার মূল উদ্দেশ্য ছিল গবেষণার আওতা থেকে প্রায়শই বাদ পড়া প্রতিবন্ধীদের অভিজ্ঞতা এই ক্রমবর্ধমান কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে কেমন ছিল তা সম্পর্কে জানা।

চাকুরিপ্রত্যাশী প্রতিবন্ধীরা এই পরিস্থিতিতে কিভাবে প্রভাবিত বা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তা ভালো ও স্পষ্টভাবে বোঝার জন্য বাংলাদেশে ইনক্লুশন ওয়ার্কস প্রোগ্রামের অংশ হিসেবে একটি বিশদ কোয়ালিটিটিভ বা গুণগত গবেষণা পরিচালিত হয়।

---

[1] Suggested citation: Shaw, J., Akter, F., Rohwerder, B., Wickenden, M., & Thompson, S. (2021). “**এই মুহূর্তে সবকিছুই অনিশ্চিত মনে হচ্ছে**”: **বাংলাদেশে কোভিড-১৯ মহামারী চলাকালীন সময় প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অভিজ্ঞতা।**. Brighton: IDS, DOI: **10.19088/IF.2021.007**
Full report (in English) DOI: **10.19088/IF.2021.006**

## পদ্ধতি

গবেষণার পদ্ধতি হিসেবে বিশদ বর্ণনামূলক সাক্ষাৎকার পদ্ধতি বা ন্যারেটিভ ইন্টারভিউইং এপ্রচ গ্রহন করা হয়। গল্প হচ্ছে যোগাযোগ স্থাপনের একটি সহজাত এবং সর্বজনীন মাধ্যম যার সাহায্যে অংশগ্রহনকারী বা গল্পকথক নিজের অভিজ্ঞতাকে অন্যের কাছে সহজবোধ্য করে উপস্থাপন করতে পারেন এবং তার কাছে মূলত কোন বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ তা বোঝাতে পারেন।

অর্গানাইজেশনস অব পিপল উইথ ডিসএবিলিটিজ (ওপিডি) বা প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের দ্বারা গঠিত সংস্থা এবং সাইটসেভার্স-এর সহযোগীতায় গবেষণার জন্য অংশগ্রহণকারীদেরকে নির্বাচন করা হয়।

দশজন অংশগ্রহণকারীর মধ্যে দুজন ছিলেন বুদ্ধি প্রতিবন্ধী, দুজন শারীরিক প্রতিবন্ধী, দুজন দৃষ্টি প্রতিবন্ধী, দুজন অংশগ্রহনকারীর ছিল একাধিক প্রতিবন্ধীতা এবং দুজন অংশগ্রজনকারীকে "অন্যান্য" শ্রেণির অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছিল; "অন্যান্য" শ্রেণির অন্তর্ভূক্তদের মধ্যে একজন ছিলেন খর্বাকৃতি এবং অন্যজন শ্বেতিরোগগ্রস্ত ছিলেন।

যুক্তরাজ্যের গবেষণা সংস্থা আইডিএস (IDS) এর সহযোগীতায় দেশীয় গবেষকেরা এই গবেষণার জন্য প্রয়োজনীয় সাক্ষাৎকারগুলো গ্রহন করেছিলেন।

মহামারী চলাকালীন সময়ে সুরক্ষা বজায় রাখার জন্য, সাক্ষাৎকারগুলো অনলাইনে কিংবা ফোনের মাধ্যমে নেওয়া হয়েছিল। সাক্ষাতকার প্রদানের জন্য অংশগ্রহনকারীর প্রয়োজনীয় ব্যয় (ইন্টারনেট ডেটা প্যাকের খরচ) এবং প্রযুক্তিগত সহায়তা প্রকল্প থেকে দেওয়া হয়েছিল। এছাড়াও অংশগ্রহনকারীর অভিগম্যতা নিশ্চিতকরণ এবং যোগাযোগ স্থাপনের জন্য প্রয়োজনীয় সহযোগীতাও প্রকল্প থেকে দেওয়া হয়েছিল।

প্রত্যেক অংশগ্রহণকারী কয়েক মাসের অন্তর দুইটি আলাদা সাক্ষাৎকারে অংশগ্রহণ করার সুযোগ পেয়েছিলেন। এর ফলে তারা আরও স্বাচ্ছন্দ্যে তাদের অভিজ্ঞতার কথা জানাতে পেরেছেন এবং ক্রমবর্ধমান মহামারীর প্রেক্ষাপটে তাদের অভিজ্ঞতাগুলো কিভাবে পরিবর্তিত হয়েছে তা তুলে ধরতে পেরেছেন। আইডিএস এবং দেশীয় গবেষকদের সমন্বয়ে অনলাইনে একটি থিম্যাটিক বিশ্লেষণ কার্যক্রম পরিচালিত হয়েছিল।

## ফলাফল

> "আমি জানি না সবকিছু আবার কবে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে যাবে… এর ফলে আমি খুব মানসিক চাপে আছি। কখনও কখনও আমার মনে হয় এই চাপা কষ্ট ভিতরে ভিতরে আমাকে আতঙ্কিত করে রাখছে" । (নারী অংশগ্রহনকারী, দৃষ্টি প্রতিবন্ধী, IWCOVBDA10)

> “খাবারের অভাবে অনেক সময়ই আমাদের না খেয়ে থাকতে হয়েছে। এখন আমরা পুরোপুরিভাবেই গরীব এবং আমাদের নানারকম অর্থ সংকটের মধ্য দিয়ে যেতে হচ্ছে” (নারী অংশগ্রহনকারী, শারীরিক প্রতিবন্ধী, IWCOVBDA7)

এই গবেষণায় অংশ নেওয়া বাংলাদেশী প্রতিবন্ধী এবং তাদের পরিবারের সদস্যরা লকডাউন এবং এই মহামারীর কারণে প্রদত্ত অন্যান্য নিষেধাজ্ঞার কারণে আর্থিকভাবে ভীষণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন; যা তাদের দরিদ্রতা আরও বাড়িয়ে দিয়েছে। কারণ এই লকডাউন এবং অন্যান্য নিষেধাজ্ঞার ফলে অংশগ্রহনকারী অথবা তাদের পরিবারের সদস্য যাদের উপর তারা নির্ভরশীল, হয় চাকরি হারিয়েছেন নয়তো ব্যাবসা ও আয়ের অন্যান্য পথ হারিয়েছেন।

গবেষণায় অংশগ্রহনকারীরা সাক্ষাৎকারের সময় “খাদ্যগ্রহন সীমিতকরণ” এবং “ক্ষুধা” এর কথা উল্লেখ করেন; তারা জানান, তাদের নিজেদের এবং পরিবারের জন্য প্রয়োজনীয় খাবার কেনার টাকা তাদের কাছে ছিলনা বলে এমন পরিস্থিতি ঘটে এবং এর ফলে তাদের কেউ কেউ অনাহারে থাকার ভয়েও ভীত ছিলেন।

মহামারী চলাকালীন সময়ে খাবার এবং পরিবহনের খরচ বেড়ে যাওয়ায় পরিস্থিতি আরও কঠিন হয়ে পড়ে। এই পরিস্থিতিতে চিকিৎসার খরচ চালাতেও মানুষকে হিমশিম খেতে হয়েছে। সাক্ষাৎকারে অংশগ্রহনকারীরা আরও জানান যে, সেই সময় তারা এবং তাদের পরিবারের সদস্যদের পক্ষে তাদের নিত্যদিনের চাহিদা মেটানোই মুশকিল হয়ে পড়েছিল; আর সেই কারণে তাদেরকে দুশ্চিন্তা ও মানসিক চাপের মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছে।

গবেষণা থেকে প্রাপ্ত তথ্য মতে, লকডাউন পরিস্থিতিতে টিকে থাকার জন্য গবেষণায় অংশগ্রহনকারীদের অনেকেই তাদের পরিবারের বাইরের কেউ বা বন্ধু-বান্ধবের সাহায্যের উপর নির্ভর করেছেন, কেউ তাদের জমান অর্থ বা ব্যাবসার পুঁজি ভাঙ্গিয়েছেন অথবা কেউ কেউ ঋণ নিয়েছেন। তবে, এই আর্থিক সংকটের মোকাবেলা করার জন্য এই ধরনের উপায় সবার ছিল না; এবং প্রায় ক্ষেত্রেই তাদের পরিবারের অন্যান্য সদস্য এবং বন্ধুরাও একই রকম কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে যাচ্ছিলেন তাই এই অবস্থায় একে অপরকে সাহায্য করাও অনেক ক্ষেত্রে মুশকিল ছিল।

বাংলাদেশের বহু প্রতিবন্ধী এই সঙ্কটেও কোনও প্রাতিষ্ঠানিক উৎস থেকে কোনও ধরনের সহযোগীতা পাননি; যার ফলে এই সঙ্কটময় পিরিস্থিতিতে টিকে থাকা তাদের জন্য খুব কঠিন হয়ে পড়ে। গবেষণায় অংশগ্রহনকারীদের অনেকেই মহামারী পরিস্থিতি চলাকালীন সময় সরকার কর্তৃক সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচী ও কোভিড- ১৯ এর জন্য গ্রিহিত জরুরি সহায়তা কর্মসূচীর আওতায় প্রদত্ত কোন সহায়তাই পাননি। অংশগ্রহনকারীরা জানান যে, তাদের মধ্যে কেউই কোভিড- ১৯ এর জন্য সরকারী জরুরি সহায়তা কর্মসূচীর আওতায় প্রদত্ত কোন সহায়তাই পাননি; তারা আরও অভিযোগ করেন যে,

প্রতিবন্ধীদের জন্য প্রদত্ত নিয়মিত সরকারী সহযোগীতাও তাদের মৌলিক চাহিদা মেটানোর জন্য যথেষ্ট নয় এবং নিয়মিভাবে বা সময় মত তারা তা পানও না।

এই পরিস্থিতিতে কিছু প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে সহয়তার জন্য এনজিও বিশেষত ওপিডি একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। কিন্তু সংস্থাগুলোর এই কাজের জন্য যথেষ্ট ফান্ড ছিলনা; ফলে, মাত্র দুজন সদস্য ওপিডি ফান্ডের আওতায় এই সহযোগীতা পেয়েছিল। এধরনের অপ্রতুল সহায়তা প্রদানের জন্য গবেষণায় অংশগ্রহনকারীরা তাদের হতাশা প্রকাশ করেন।

লকডাউনে ক্লিনিক বন্ধ থাকার কারণে কিছু প্রতিবন্ধী ব্যক্তির জন্য স্বাস্থ্যসেবা পাওয়া কঠিন হয়ে পড়েছিল; এই পরিস্থিতিতে তারা প্রয়োজনে ডাক্তার দেখান বা ওষুধ সংগ্রহ করতে পারছিলেননা যার ফলে কেউ কেউ মারাত্মক সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিলেন। কোভিড- ১৯ থেকে রক্ষা পাবার জন্য প্রয়োজনীয় সুরক্ষা সরঞ্জামের অভাবে কোন কোন চিকিৎসক প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের চিকিৎসায় অনাগ্রহ প্রকাশ করেন। লকডাউনে আয় কমে যাওয়া বা পরিবারে জেন্ডার ভূমিকায় ব্যাঘাত ঘটার কারণে পরিবারগুলোতে উত্তেজনা বা ঝগড়া-ঝাটির ঘটনা ঘটতে শুরু করে; যার ফলে বাসা-বাড়িতে সহিংসতার ঘটনাও বেড়েছে বলে ধারণা করা হচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে সমাজে জেন্ডার ভিত্তিক সহিংসতা বৃদ্ধির ঘটনাও একটি লক্ষণীয় বিষয়।

বাংলাদেশের অনেকেই প্রতিবন্ধীদের প্রতি ভীষণ নেতিবাচক ধারণা পোষণ করে এবং প্রতিবন্ধীরা প্রায়ই বিভিন্ন ধরনের বৈষম্যের শিকার হন। তবে এই গবেষণায় দেখা যায় যে, এই মহামারী চলাকালীন সময়ে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের প্রতি বৈষম্য বা অপমানকর আচরণ আরও বেড়ে গেছে। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদেরকে আজে-বাজে কথা বলা, উত্যাক্ত করা, রাস্তা-ঘাটে হয়রানীর ঘটনা বেড়ে গেছে; বিশেষত দৃষ্টি প্রতিবন্ধীরা এ ধরনের ঘটনার সম্মুখীন বেশি হচ্ছেন। বৈষম্যমূলক দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিবন্ধীদের জন্য বিভিন্ন ধরনের অবকাঠামো বা যানবাহনে অভিগম্যতা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে একটি বড় বাধা।

স্বাভাবিক জীবনের আকষ্মিক পরিবর্তন ও তার সাথে খাপ খাওয়াতে গিয়ে গবেষণায় অংশগ্রহনকারীদের অনেকেই প্রচণ্ড চাপের সম্মুখীন হয়েছেন। স্বাভাবিক জীবন যাপনে অস্থিতিশীলতা সৃষ্টি হবার কারণে প্রতিবন্ধী ব্যক্তি এবং তাদের পরিবারের সদস্যদের ভিতর এক ধরনের অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছে; এর একটা বড় কারণ হল মহামারীর কারণে প্রদত্ত বিভিন্ন বিধি-নিষেধের ফলে মানুষ একা হয়ে পড়েছে। তাদের জীবন ধারণের জন্য প্রয়োজনীয় স্বাভাবিক সব উপায়ই এই সংকটময় পরিস্থিতিতে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে যার ফলে পরিস্থিতির সাথে খাপ খাওয়ানো তাদের জন্য আরও কঠিন হয়ে পড়ে। চরম সংকটময় সময়গুলোতে মানুষ ভীষণভাবে নিরাশা, হতাশা ও বিষন্নতায় ভুগছিল। এই পরিস্থিতিতে ধর্মের প্রতি বিশ্বস তাদের শান্তি দিয়েছিল; তারা বিশ্বাস রেখেছিলেন যে স্রষ্টা অবশ্যই এই খারাপ সময় কাটিয়ে উঠতে সাহায্য করবেন।

বিধি-নিষেধ কিছুটা শিথিল হওয়ায় গবেষণায় অংশগ্রহনকারী এবং তাদের পরিবারের সদস্যরা ধীরে ধীরে চাকরি বা কাজ পাচ্ছিলেন; এর ফলে তারা জীবন ধারণের জন্য প্রয়োজনীয় চাহিদা মেটাতে পারছিলেন যার ফলে কয়েকজন অংশগ্রহনকারীর অবস্থার কিছুটা উন্নতি হয়েছিল। সেই সময় কোভিড- ১৯ নিয়ে দুশ্চিন্তা কমে যাওয়ায় অন্যান্যরাও আগের চেয়ে ভাল বোধ করছিলেন এবং তাদের মনে আশার সঞ্চার হয়েছিল। তবে নিষেধাজ্ঞা তুলে নেবার পরও কারও কারও জন্য কাজ পাওয়া বা টিকে থাকা অত্যন্ত কঠিন ছিল। যদিও সময়ের সাথে সাথে সংকটের তীব্রতা কমেছে এবং মানুষও ধীরে ধীরে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে তবুও এটা সত্যি যে, মহামারী এখনও শেষ হয়ে যায়নি এবং মানুষের জীবনের অনিশ্চয়তা এবং সসমস্যা এখনও বিদ্যমান।

**উপসংহার**

কোভিড- ১৯ এবং এর জন্য গ্রিহিত বিভিন্ন সরকারী পদক্ষেপ প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠির জীবনে ভয়াবহ ক্ষতিকর প্রভাব ফেলেছে। এই কারণেই এই মহামারী পরিস্থিতিতে বৈষম্যহীনভাবে প্রতিবন্ধীদের অধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠিকে সাথে নিয়েই একটি “ডিসএবিলিটি ইনক্লুসিভ এপ্রচ” বা প্রতিবন্ধীদের জন্য সমন্বিত পদক্ষেপ গ্রহন করতে হবে।

## নির্বাহী সারসংক্ষেপ – সহজ পঠনীয় - বাংলা

- বাংলাদেশে বসবাসরত ১0 জন প্রতিবন্ধী ব্যক্তির কাছ থেকে কোভিড- ১৯ চলাকালীন সময়ে তাদের জীবন যাপন বা তাদের অবস্থা কেমন ছিল তা জানতে চাওয়া হয়েছিল। অংশগ্রহনকারীদের মধ্যে কেউ ছিলেন বুদ্ধি প্রতিবন্ধী, কেউ শারীরিক প্রতিবন্ধী, কেউ দৃষ্টি প্রতিবন্ধী এবং কারও কারও ছিল একাধিক প্রতিবন্ধীতা। তাদেরেকে তাদের জীবন সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করার কারণ হল অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাদের জীবন সম্পর্কে কেউ জানতে চায়না।

- প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠি সহ সবার জীবনেই কোভিড-১৯ মারাত্মক ক্ষতিকর প্রভাব ফেলেছে।

### আমরা কী জানতে পেরেছি

- কোভিড- ১৯ থেকে সুরক্ষিত থাকার জন্য লোকজনকে বাসায় থাকার নির্দেশ দেওয়া হয় যা লকডাউন নামে পরিচিত। এর ফলে প্রতিবন্ধী ব্যক্তি ও তাদের পরিবারের সদস্যরা তাদের চাকরি হারায়; যার ফলে সেই সময় প্রয়োজনীয় খাবার বা ওষুধ কেনার মত যথেষ্ট টাকা তাদের হাতে ছিলনা। এই অবস্থা তাদের মাঝে এক ধরনের উদ্বেগ সৃষ্টি করে।

- এই পরিস্থিতি মোকাবেলা করার জন্য তাদেরকে পরিবারের অন্যান্য সদস্য বা বন্ধু-বান্ধবের কাছ থেকে টাকা, খাবার ইত্যাদি সাহায্য হিসেবে নিতে হয়েছিল। কেউ কেউ নিজের সঞ্চয় ভেঙ্গেছিল, কেউ গ্রামে ফিরে গিয়েছিল অথবা কেউ টাকা ধার করেছিল। কিন্তু এই পরিস্থিতিতে কাউকে সাহায্য করা খুব কঠিন ছিল। কারণ প্রত্যেকেই সমস্যার মধ্য দিয়ে যাচ্ছিলেন।

- সরকার, প্রতিবন্ধীদের জন্য গঠিত সংস্থা (ওপিডি) বা বিভিন্ন দাতব্য সংস্থা থেকে কেউ কেউ কিছু সহযোগীতা পেয়েছিলেন। কিন্তু আমরা যাদের সাথে কথা বলেছি

তাদের কেউই মহামারী চলাকালীন সময়ের এই বিশেষ সংকট পার করার জন্য সরকারের কাছ থেকে কোনও অতিরিক্ত আর্থিক সহযোগীতা পাননি। এবং অধিকাংশই কোনও ধরনের সহযোগীতাই পাননি।

- কোভিড- ১৯ প্রত্যেকের জীবন পাল্টে দিয়েছে। অনেকের জন্যই এটি ছিল একটি বড় ধরনের ধাক্কা; তাদের নিজেদের এবং পরিবারের কী হবে তা নিয়ে তারা অনিশ্চয়তায় ভুগছিলেন। সারাক্ষণ বাসায় বসে থাকায় মানুষ হাঁপিয়ে উঠেছিল। হাতে টাকা-পয়সা না থাকায় পরিবারগুলোতে ঝগড়া-ঝাটি লেগে যাচ্ছিল। মানুষ ভীত-সন্ত্রস্ত ও হতাশ হয়ে পড়ছিল। তাদের মনে হচ্ছিল, এই পরিস্থিতি ঠিক করার কোনও উপায়ই যেন তাদের হাতে নেই।

- কিছুদিন পর কোভিড পরিস্থিতি কিছুটা নিয়ন্ত্রনে এলে মানুষ আবার বাড়ির বাইরে যেতে শুরু করে। এর ফলে কেউ কেউ তাদের চাকরি ফিরে পায় যার ফলে তারা খাবার সহ অন্যান্য নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের ব্যয়ভার গ্রহন করতে পারে। ফলে তাদের ভিতর কিছুটা স্বস্তি ফিরে আসে। পরিস্থিতির সাথে অভ্যস্ত হয়ে যাওয়ায় মানুষের মাঝে ভয়-ভীতি কমে গিয়েছিল; যার ফলে অন্যরাও স্বস্তি বোধ করছিল।

- কিন্তু কিছু লোকের কাজ বা চাকরি না থাকায় খাবার বা অন্যান্য প্রয়োজনীয় সমগ্রী কেনার মত টাকা তাদের হাতে ছিলনা; ফলে সেই সময়ও তারা উদ্বিগ্ন ছিল।

- কোভিড- ১৯ চলাকালীন সময় সরকার ও অন্যান্য সংস্থার পক্ষ থেকে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের প্রতি সহযোগীতার হাত বাড়িয়ে দেওয়া অত্যন্ত প্রয়োজন। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের কী ধরনের এবং কিভাবে সহযোগীতা করা প্রয়োজন তা প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের কাছ থেকেই জানতে হবে।